সমকাল

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবিদদের বৈঠক আজ

দেরি করে সার্কুলার জারি পরীক্ষার্থীরা সংকটে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বা এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়ে সৃজনশীলে ১০ নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পর উদ্ভূত সংকট নিরসনে আজ রোববার ৯ অক্টোবর দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৈঠক সম্পর্কে জানাতে সংবাদ সম্মেলনও করবেন তিনি। ২০১৫ সালের আগস্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত নতুন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো সার্কুলার জারি করা হয়নি। তাই সারাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও এ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানতে পারেননি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মানবণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সার্কুলার আকারে প্রকাশ করা হয়। আগামী ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য টেস্ট পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে এ সিদ্ধান্ত পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। গত ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাদের দাবির ব্যাপারে কোনো জবাব না পেলে কঠোর কর্মসূচিতে যাবেন তারা। আন্দোলনকারীদের অন্যতম সমন্বয়ক সরকারি বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র জোবায়ের রাইয়ান জানিয়েছেন, তারা আগের মতোই ছয়টি প্রশ্নে সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা চান।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, '২০১৫ সালের আগস্টে সৃজনশীল ও এমসিকিউ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পরীক্ষা হবে ২০১৭ সালে। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

দেরি করে সার্কুলার জারি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই আন্দোলন উদ্দেশ্যপূর্ণ। আন্দোলনের পেছনে কারা আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করব।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বছর আগে সিদ্ধান্ত নিলেও সার্কুলার জারিতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব এ এস মাহমুদ সমকালের প্রশ্ন এড়িয়ে যান। শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানরা বলছেন, 'মানবণ্টন জারি করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। তাই সার্কুলার জারি না করার দায় মন্ত্রণালয়ের নয়।' এ ব্যাপারে জানার জন্য এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহার সঙ্গে শনিবার বার বার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীদের ভয় কাটানোর চেষ্টা করছেন শিক্ষকরা : ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণির পুরো সময় ছয়টি সৃজনশীল প্রশ্নে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষা দিয়েছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার নতুন মানবণ্টন প্রকাশ করা হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা জানতে পারেন, তাদের ছয়টির পরিবর্তে সাতটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, যেসব বিষয়ে সৃজনশীল চালু আছে, সেসব বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় ১১টি প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার্থীদের যে কোনো সাতটির উত্তর লিখতে হবে। এতে পূর্ণমান হবে ৭০। আর এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে ৩০ নম্বরের। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিক্যাল) পরীক্ষা রয়েছে, সেসব বিষয়ে এমসিকিউ পরীক্ষা হবে ২৫ নম্বরের। শিক্ষা বোর্ডগুলোর নতুন সার্কুলারেও বলা হয়েছে, আগামী বছর (২০১৭ সাল) থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) পরীক্ষা ৩০ নম্বরের এবং সৃজনশীল প্রশ্ন (সিকিউ) ৭০ নম্বরের হবে। তবে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক আছে, তাতে এমসিকিউ ২৫ নম্বর, সিকিউ ৫০ নম্বর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা আগের মতোই ২৫ নম্বরে হবে। অর্থাৎ এখন সৃজনশীল অংশে প্রশ্ন হবে সাতটি, যা আগে ছিল ছয়টি। আর এমসিকিউ প্রশ্ন হবে ৩০ বা ২৫টি (৩০ শতাংশ), যা ছিল ৪০ বা ৩৫টি।

এ প্রসঙ্গে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম সমকালকে বলেন, 'এক বছর আগে সার্কুলার জারি হলে শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণি থেকেই বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় সাতটি করে সৃজনশীল প্রশ্নের পরীক্ষা দিতে অভ্যস্ত হতো। প্রি-টেস্ট পরীক্ষাতেও তারা ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখেছে। টেস্ট পরীক্ষার আগে হঠাৎ করে সাতটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলায় তারা ঘাবড়ে গেছে।' তবে তারা শিক্ষার্থীদের ভীতি কাটানোর চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি।

মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে যারা অংশ নেবেন : মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে বৈঠকে আজ অংশ নেবেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের ফেলো ড. মনজুর আহমেদ, শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ শিক্ষাবিদ।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'বিশেষজ্ঞ-শিক্ষাবিদরা আমাদের ধীরে ধীরে এমসিকিউ প্রশ্ন তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এর পরিবর্তে কিছু লিখতে হবে– এমন প্রশ্ন চালুর পরামর্শ দিয়েছেন তারা। আমরা সেদিকে না গিয়ে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়েছি। কারণ এই পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির জোরালো অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষকরাই অনেকে পরীক্ষার হলে উত্তর বলে দিচ্ছেন, এটা খুবই দুঃখজনক।' তিনি জানান, যেহেতু ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হয়, তাই এমসিকিউতে কমানো ১০ নম্বর সৃজনশীল অংশে যোগ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সমকালকে বলেন, 'এমসিকিউতে নম্বর কমানো এবং সিকিউতে বাড়ানোর কারণে সময়ের ক্ষেত্রে কোনো হেরফের হয়নি। কেননা নম্বর পুনর্বণ্টনের সঙ্গে সময়েরও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আমরা এ নিয়ে সম্প্রতি কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত এক আবাসিক কর্মশালায়ও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। তারপরই সার্কুলার জারি করা হয়েছে।' তিনি জানান, আগে সিকিউ অংশে ছয়টি প্রশ্ন লেখার জন্য দুই ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় দেওয়া হতো। ওএমআর শিট পূরণের জন্য দেওয়া হতো ১০ মিনিট। এখন শিক্ষার্থীদের সাতটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য আড়াই ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এখানে বাড়তি ২০ মিনিট দেওয়া হচ্ছে। হেরফের হলে সর্বোচ্চ কয়েক সেকেন্ডের হতে পারে, মিনিটেরও নয়।